

### পঞ্চম ঢাকা বইমেলা প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতি বছর নিয়মিতভাবে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বইমেলা এবং নানা বরনের বই প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে। দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত বিপুল গ্রন্থের সমাবেশ ঘটিয়ে বই মেলা অনেকটা আন্তর্জাতিক আদল দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম ঢাকা বইমেলা। এরই ধারা-বাহিকতায় আয়োজন করা হয়েছে ৫ম ঢাকা বই মেলা। বইমেলা ইতোমধ্যে লেখক-পাঠক-প্রকাশকের মিলনমেলা হিসেবে আমাদের সাংস্কৃতিক ভুবনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। তবে শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রিক বইমেলার আয়োজন করে তৃণমূল পর্যায়ে বইকে সহজলভ্য করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে পাঠাগার পালন করতে পারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে পাঠাগার প্রসারিত হলে আমাদের গ্রন্থ-জগতের উন্নয়নের অবকাঠামো যেমন প্রসারিত হবে, তেমনি বই এর সহজলভ্যতা ও পঠনপাঠনের ক্ষেত্র হবে সম্প্রসারিত। এই বিবেচনা থেকে এবারের ঢাকা বইমেলার মূল থীম “পাঠাগার

প্রসার” এবং শ্লোগান নির্ধারিত হয়েছে “পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার চাই”। এবারের ৫ম ঢাকা বইমেলা আয়োজনে মাননীয় সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং এর ফলশ্রুতিতে সম্ভব হয়েছে মেলার সফল বাস্তবায়ন। ঢাকা বই মেলা ৯৮ আয়োজনের ব্যাপারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিবের আন্তরিক আগ্রহ এবং যুগ্ম-সচিবসহ সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা আমাদের উৎসাহ যুগিয়েছেন। এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। বই মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশকগণ এই মেলাকে সফল করে তোলার জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র-কে সহযোগিতা করে আসছেন। মেলা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

৫ম ঢাকা বই মেলার আয়োজনের সীমাবদ্ধতা ও অপরূপতা গ্রন্থানুরাগী মহল ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

এন. এম. পনিরউদ্দিন হায়দার

পরিচালক

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র